বাংলার ব্রত ও পার্বণ

তিতলী ব্যানার্জী

সাহিত্যের একটি অঙ্গ হল লোকসাহিত্য। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রচলিত রীতি, রেওয়াজগুলি আমাদের জানান দেয় লোকসাহিত্য রূপে। এইসব রীতি, রেওয়াজগুলি আজও একবিংশ শতাব্দীতে বহু গ্রাম্য অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আজও সেইসব অঞ্চলের নারীগণ বিশ্বাস করেন বৈশাখ মাসের 'পুণ্যিপুকুর ব্রত'-কে। সমাজে নারীরা এই ব্রত পালন করেন। পুরুষও সংসারের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন রেওয়াজ পালনে বিশ্বাসী। এই আচার, বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা, গীতি, নাট্য, ভঙ্গিমা, অঙ্কন, শিল্পকলা সবই রত্ন ভাণ্ডার। আধুনিক সাহিত্য লেখে আধুনিক মনের কথা। ব্যক্তিসংকটের কথা যার হৃদয়ে। আর গ্রামীণ বিশ্বাস পরম্পরার ইতিহাসই হলো লোকসাহিত্য। ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, বিশ্বাস, সূচিশিল্প, অঙ্কন শিল্প, ব্রতকথা, পালা-পার্বণ সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত।

বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্য—এর উৎস ও প্রচারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ভূমিকা অগ্রণী। এছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, আদিত্য মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাদের নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন।

লোকসাহিত্যের নানান দিক : ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ, লোকনৃত্য, লোকগান, লোককথা, লোকসাহিত্য, রূপকথা, উপকথা, মিথ, টাইপ, মোটিভ, প্রচলিত বিশ্বাস (টোটেম-ট্যাবু) প্রভৃতি বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মূলত বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির নিদর্শন পাই—যার ধারা আজও বহমান। এই লোকসংস্কৃতিকে 'Folklore' বলেও অভিহিত করা হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য লোকসংস্কৃতিকে কয়েকটি বিভাগে বিয়োজিত করা হয়েছে—

১. **বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :** লৌকিক ছড়া, প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি, গীতি, বন্দনা, বারোমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, লোককথা, পশুকথা, রূপকথা, লোকপুরাণ প্রভৃতি।

২. **অঙ্গাভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :** নৃত্য, নাট্য প্রসঙ্গ, লোকভঙ্গি, লোক কসরত।

৩. **আচার-বিশ্বাস-সংস্কার প্রথাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :** জন্মসংক্রান্ত, বিবাহসংক্রান্ত, বিবাহে লোকবিশ্বাস, মৃত্যুসংক্রান্ত, আচার-বিচার-বিশ্বাস-সংস্কার প্রথা।

৪. **ব্রত-উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :** ব্রত, তন্ত্র ধর্ম, লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক উৎসব অনুষ্ঠান, মনসাপূজা, চণ্ডীপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি।

৫. **ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি** : লোকক্রীড়া

৬. **বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি** : লোকখাদ্য, বাসস্থান, পরিধান, যানবাহন, লোকযান, কৃষি সংক্রান্ত, লোকযন্ত্র, অস্ত্র সংক্রান্ত, লোক বাদ্য।

৭. **অঙ্কন-লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি** : আলপনা, দেওয়াল চিত্রণ, কাঁচুলি।

৮. **শিল্পকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি** : স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, নৌ-শিল্প, বনজ শিল্প, শঙ্খ শিল্প, মৃৎশিল্প, প্রভৃতি।

৯. **লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক** : দেবতার মানবায়ন, সমাজের নিম্নবর্গের অবস্থান, বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রভৃতি।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্রত-উৎসব-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বাংলার ব্রত ও পার্বণ। বাংলার বিভিন্ন ব্রতকথাগুলির উৎস সন্ধানী হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রামবাংলা থেকে বিভিন্ন প্রান্তরে তিনি ছড়া আকারে ব্রতকথাগুলি সংগ্রহ করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বিষয়ে অগ্রণী। প্রচলিত ব্রতকথাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— পুণ্যিপুকুর ব্রত, বসুধারা ব্রত, ভাদুলি ব্রত, অনন্ত ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, অনন্ত ব্রত, আদর সিংহাসন ব্রত, কুক্কুটী ব্রত, সুবচনী ব্রত প্রভৃতি।

➲ **ব্রত** : কোনও কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকে ব্রত বলে। যথা— বৈশাখ মাসে পুণ্যিপুকুর ব্রত। ব্রত ও পুজোর মধ্যে বিবিধ বৈসাদৃশ্য বর্তমান। সমাজে পুজো পরিচালিত হয় পুরোহিত দ্বারা। সমাজে সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের পুজো প্রচলিত আছে। পুজোয় স্বস্তিবাচন, শান্তিমন্ত্র, আসনশুদ্ধি, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদানসহ বিবিধ ঘটনা সংঘটিত হয়। অপরদিকে ব্রতকথায় নারীগণ সমাজে সংসারের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাদের প্রার্থনা ব্রতকথাতে উপস্থাপনা করে। ব্রত কথা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা—আল্পনা, আঁক কষা, ছড়া, ইতিহাসবর্ণন, সবশেষে কামনার কথা জানানো। নিম্নে ব্রতগুলি সম্বন্ধে আলোচিত হলো—

➲ **পুণ্যিপুকুর ব্রত** : বৈশাখ মাসে সকালবেলায় সংঘটিত হয় এই ব্রত অনুষ্ঠান। একটি স্থানে ছোটো গর্ত করে তাতে শুকনো বেলডাল পুঁতে তাতে ফুলের মালা দিয়ে গঙ্গাজল সহযোগে বালিকারা এই ব্রতটি পালন করে—

পুণ্যিপুকুর পুষ্প মেলা
কে পুজে রে দুপুর বেলা
আমি সতী লীলাবতী।

কামনা থাকে বিবাহিতা জীবনে গুণময় স্বামী পাওয়ার ও পিতার মঙ্গল কামনায় সংঘটিত হয় এই ব্রত। এই ব্রতের জল কামনা হলো গ্রীষ্মকালে পুকুরে জল না শুকানোর।

➲ **বসুধারা ব্রত** : বৃষ্টি কামনা করে যে ব্রত সমাজে বিবাহিতা নারীগণ দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে বসুধারা ব্রত বলে—

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি/তিনকুল ভরে দাও ধনেজনে সুখী।
অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী/আট দিকে আধ ফল আমরা রাখি।

➲ **ভাদুলি ব্রত** : বৃষ্টি-বাদলার পর আত্মীয় স্বজনদের নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরার কামনায় যে ব্রত পালিত হয় তাকে ভাদুলি ব্রত বলে।

➲ **নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত** : নৃসিংহ দেবের চতুর্দশী পালনের যে ব্রত পালন করা হয় তাকে নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত বলে। এগুলি মনগড়া ব্রত।

➲ **অনন্ত ব্রত** : দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অনন্ত ব্রত পালন করেন।

➲ **লক্ষ্মী ব্রত** : লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে বিবাহিতা নারীগণ লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালি পড়েন। বৃহস্পতিবারকে তারা লক্ষ্মীদেবীর বার রূপে পুজো করেন। গৃহস্থালীর শান্তির উদ্দেশ্যে ও সমৃদ্ধির জন্য এই ব্রত পালন। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, পেঁচা, ধানছড়া, মুগ, মুসুর, তিল প্রভৃতি দিয়ে পুজো করা হয়।

➲ **আদর সিংহাসন ব্রত** : বিবাহিতা নারীগণ যাতে সুখে-শান্তিতে সংসার করতে পারেন, স্বামীর আদর পান তার উদ্দেশ্যে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রত সম্পূর্ণ রূপে মেয়েদের নিজেদের সৃষ্টি। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামী সোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্নপূর্বক নিজগৃহে এনে ব্রত পালন করা হয়।

➲ **কুক্কুটী ব্রত** : ঝাড়খণ্ড ছোটোনাগপুর অঞ্চলের বিবাহিতা নারীগণ (বন্ধ্যা) সন্তান কামনায় এই ব্রত পালন করেন। দেবী কুক্কুটী হলেন এই ব্রতের আরাধ্যা। মালিকা জাতিস্মরা কুক্কুটী হয়েছিলেন। ঋষি লোমশ পুত্রশোকাতুরা দেবকীকে এই ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

➲ **গুপ্তধন ব্রত** : পারিবারিক ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য পালিত হয় গুপ্তধন ব্রত।

➲ **রাওল দুর্গা ব্রত** : সূর্যপুত্র রাওল ও মাটির কন্যা হালমালার বিবাহ বর্ণনা আছে। এর মাধ্যমে কুষ্ঠ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

➲ **ষষ্ঠী ব্রত** : সমাজের পুত্রকামনায় সে গ্রাম্য দেবীর ব্রত পালন করা হয় তাকে ষষ্ঠী ব্রত বলে। যেমন—নীলষষ্ঠী, অশোকষষ্ঠী প্রভৃতি।

➲ **মধু সংক্রান্তি ব্রত** : শাশুড়ি ননদের বাক্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি কামনায় মধু সংক্রান্তি ব্রত পালন করা হয়।

➲ **তোষলা ব্রত** : জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য, শস্য-শ্যামলা করার জন্য তোষলা ব্রত পালন করা হয়। ১৪৪টি গোবরের ছাইগুলি দিয়ে হয়। "তুষ তুষলি, তুমিকে/তোমার পূজা করে সে।" আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী ব্রত পালন করার আগে অলক্ষ্মী ব্রত পালন করা হয়। বীজবপনের পূর্বে পালিত লক্ষ্মীব্রত হল হরিতা লক্ষ্মী, শস্যে সোনা রং ধরলে যে ব্রত পালিত হয় স্বর্ণলক্ষ্মী, পাকা ধান ঘরে এলে পালিত হয় অরুণা লক্ষ্মীর ব্রত, এটি পালিত হয় অঘ্রাণ মাসে।

➲ **হরিচরণ ব্রত** : বৈশাখ মাসের বালিকা মেয়েদের দ্বারা তামার টাটে পালিত হয় হরিচরণ ব্রত। বাবা, ভাই-এর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য পালন করা হয়।

➲ **সেঁজুতি ব্রত** : এই ব্রতে চল্লিশ আকারের আলপনা আঁকা হয়। বাঁশের কোঁড়া, শালের কোঁড়া ব্যবহৃত হয়। "ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী/তার এক ঘরে আমি ব্রতী।"

'পরব' শব্দটি ও 'পার্বণ' শব্দটির সাযুজ্য বর্তমান। বৈশাখ—এই মাসে শিবের আরাধনা হয়। পয়লা বৈশাখ উদযাপনের মধ্য দিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনায় মত্ত থাকে বাঙালি।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে পুত্রগণ জামাই-এর মঙ্গলকামনায় জামাইষষ্ঠী পালিত হয়।

আষাঢ়—এই মাসে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রাবণ—এই মাসে শিবের আরাধনা করা হয়।

ভাদ্র—এই মাস শুভ কাজে অমঙ্গলসূচক বিবেচিত হয়।

আশ্বিন—বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

কার্তিক—কার্তিক ঠাকুরের পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্রহায়ণ—শীতকালীন বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়।

পৌষ মাস—পিঠেপুলি উৎসব পালিত হয়।

ফাল্গুন—শীতলা মায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

চৈত্র—শিবের গাজন, চড়ক সংক্রান্তি অনুষ্ঠিত হয়।

➲ **ষষ্ঠীপুজো** : সন্তান কামনায় ষষ্ঠীদেবীর পুজো।

➲ **ধর্মপুজো** : সুস্থ থাকার জন্য ধর্ম ঠাকুরের পুজো।

➲ **লক্ষ্মীপুজো** : কোজাগরী লক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মীর পুজো।

➲ **ব্যাঘ্রদেবতার পুজো** : বস্তুত সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্রদেবতার পুজো।

➲ **মনসা পুজো** : সুন্দরবন অঞ্চলে সাপের কামড় থেকে রক্ষা করার জন্য এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বঙ্গদেশে মনসা পুজো প্রচলিত।

➲ **বিশালাক্ষীদেবীর পুজো** : বিশালাক্ষী মাতা পূজিত হন।

এই ভাবেই বাঙালি বছরের অধিকাংশ সময়ে বিভিন্ন পার্বণ উদযাপন করে, পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে।

তথ্যের সন্ধানে

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী : 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা

২. দীপঙ্কর মল্লিক : 'লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা

৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাংলার ব্রত', বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ